নিটে রেকর্ড ওড়িশার সোয়েবের

নয়াদিল্লি ও ভুবনেশ্বর, ১৬ অক্টোবর : ২০২০ সালের নিট পরীক্ষায় ইতিহাস সৃষ্টি করল ওড়িশার সোয়েব আফতাব। শুক্রবার ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ) নিট পরীক্ষার ফল প্রকাশ করে। ৭২০ নম্বরের নিট পরীক্ষার সোয়েব ৭২০ নম্বরই পেয়েছে। সারা দেশ তথা ওড়িশার মধ্যে শীর্ষ স্থানাধিকারী সোয়েবের এই সাফল্যে খুশি তার পরিবার। ওড়িশার রৌরকেল্লার ব্যবসায়ী পরিবারের সন্তান সোয়েব। নিট পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে রাজস্থানের কোটার একটি কোচিং সেন্টারে ভর্তি হয়েছিল সোয়েব। সিবিএসসি দ্বাদশে সোয়েব ৯৬ শতাংশ নম্বর পেয়েছিল। নয়াদিল্লির এইমসে ভর্তি হওয়ার ইচ্ছা রয়েছে সোয়েব আফতাবের। তার সাফল্যের সমস্ত কৃতিত্ব নিজের মা-কে দিয়েছে সে। নিট পরীক্ষায় দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হয়েছেন আকাঙ্ক্ষা সিং ওবং তুম্মালা স্নিকিতা। এদিন নিট পরীক্ষায় সকল পরীক্ষার্থীদের উদ্দেশে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল নিশাঙ্ক শুভেচ্ছাবার্তা পাঠান। এবছর নিট পরীক্ষায় বসেছিল ১৩ লক্ষ ৬৬ হাজার ৯৪৫ জন পরীক্ষার্থী। তাদের মধ্যে পাশ করেছে ৭ লক্ষ ৭১ হাজার ৫০০ জন পরীক্ষার্থী।

শৌর্যচক্র প্রাপককে গুলি করে খুন

চণ্ডীগড়, ১৬ অক্টোবর : পঞ্জাবে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়ার সাহসিকতায় রাষ্ট্রপতির 'শৌর্যচক্র' পাওয়া বলবিন্দর সিংকে শুক্রবার দিনে দুপুরে গুলি করে মারল দুষ্কৃতীরা। এদিন তরণতারণের বাসভবনে ঢুকে তাঁকে গুলি করা হয়েছে। ৬২ বছরের বলবিন্দরের শরীরে পাঁচটি গুলি লেগেছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। পরিবারের অভিযোগ, ঘটনার পিছনে খালিস্তানি জঙ্গিদের হাত আছে। তরণতারণের এসপি ধ্রুমন নিম্বালে জানিয়েছেন, শুক্রবার খুন হয়ে গেলেন বলবিন্দর। ঘটনায় দু'জন জড়িত। গুলি চালিয়েছে একজন। তদন্ত শুরু হয়েছে। মামলাও রুজু করা হয়েছে। নয়ের দশকের গোড়ায় বলবিন্দর সিংয়ের বাড়িতে বহুবার জঙ্গি হামলা হয়েছে। একবার ২০০ জঙ্গি তাঁদের বাড়ি আক্রমণ করেছিল। নিজেদের নিরাপত্তা বাড়াতে বাড়ির ছাদে বাংকার বানিয়েছিলেন তিনি। ২০১৮ সাল পর্যন্ত তিনি নিরাপত্তা পেয়েছেন। স্থানীয় পুলিশের সুপারিশে নিরাপত্তাকর্মীদের তুলে নেওয়া হয়েছিল।

শারদ সংখ্যা

নাগরাকাটা, ১৬ অক্টোবর : জনমত পত্রিকার শারদ সংখ্যা প্রকাশিত হল। এবার ছিল পত্রিকাটির ৯৭তম বছরের পুজো সংখ্যা। করোনা সংকট ও লকডাউনের কারণে স্বাধীনতা সংগ্রামের স্মৃতিবিজড়িত এই পত্রিকাটির পুজো সংখ্যা কোনও অনুষ্ঠান ছাড়াই প্রকাশ করা হয়েছে। জনমত-এর সম্পাদক রামঅবতার শর্মা বলেন, 'আশা করছি এমন সংকটজনক পরিস্থিতি থেকে বের হয়ে আমরা দ্রুত মুক্ত মনে সাহিত্য-সংস্কৃতির অঙ্গনে প্রবেশ করতে পারব।'

গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ

ফাঁসিদেওয়া, ১৬ অক্টোবর : ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে ফাদার স্টান স্বামীকে গ্রেপ্তারের বিরোধিতা করে পথে নামল উত্তর বঙ্গাল চা মজদুর অধিকার মঞ্চ। শুক্রবার বিকেলে সংগঠনের ফাঁসিদেওয়া এবং খড়িবাড়ি ব্লক কমিটি ঘোষপুকুর মোড়ে একটি বিক্ষোভ মিছিল করে। সেখান থেকেই বিক্ষোভকারীরা ফাদার স্টান স্বামীকে নির্দোষ বলে দাবি তোলেন। অভিযোগ, সমাজের দলিতদের আওয়াজ বন্ধ করতেই সরকার উঠেপড়ে লেগেছে। সেই কারণেই এনআইএ ফাদারকে গ্রেপ্তার করেছে। এদিনের মিছিলে সংগঠনের সভাপতি রাজকুমার কাশ্যপ, ফাঁসিদেওয়া ব্লক কমিটির সম্পাদক সঞ্জয় তিরকি প্রমুখ ছিলেন।

আবহাওয়া
শনিবারের পূর্বাভাস

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি. সে.)
কলকাতা	৩৬.০	২৭.০
শিলিগুড়ি	৩৫.০	২২.০
জলপাইগুড়ি	৩৫.০	২৩.০
কোচবিহার	৩৪.০	২৪.০
আলিপুরদুয়ার	৩৪.০	২৪.০
মালদা	৩৫.০	২৩.০
রায়গঞ্জ	৩৫.০	২২.০
গ্যাংটক	২৫.০	১৪.০

বিন্দু বিসর্গ

কত মজা করব বলে প্ল্যান করেছিলাম!

মাস্ক ছাড়াই বাজারে ভিড়। শিলিগুড়িতে তপন দাসের তোলা ছবি।

উত্তরে সংক্রামিত ৫৫৯, মৃত ৪

নিউজ ব্যুরো

১৬ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গে করোনা সংক্রামিত হয়ে চারজনের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার একদিনে সংক্রামিত হয়েছেন ৫৫৯ জন। এদিন করোনা সংক্রামিত হয়ে শিলিগুড়িতে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। কাওয়াখালির বেসরকারি হাসপাতালে আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটার ধূপগুড়ি মোড়ের বাসিন্দা পরেশচন্দ্র সূত্রধর (৭০) এবং দার্জিলিংয়ের তাকভরের বাসিন্দা পবনরেখা রাইয়ের (৮১) মৃত্যু হয়েছে। অন্যদিকে, হিমাঞ্চল বিহারের কোভিড হাসপাতালে কালিম্পংয়ের বাসিন্দা মিতা দাস (৪৫) মারা গিয়েছেন। এদিন রায়গঞ্জ কোভিড হাসপাতালে একজনের মৃত্যু হয়েছে। এদিন দার্জিলিং জেলার সংক্রমণ গত দু'দিনের তুলনায় অনেকটাই বেড়েছে।

এদিন মালদায় ৮৮ জন, উত্তর দিনাজপুরে ৪৪ জন, দক্ষিণ দিনাজপুরে ৬০, দার্জিলিংয়ে ১২৩ জন, জলপাইগুড়িতে ৯৬, আলিপুরদুয়ারে ৫৭ জন এবং কোচবিহারে ৯১ জন সংক্রামিত হয়েছেন।

এদিন শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায় সংক্রামিত হয়েছেন ৬৮ জন। মাটিগাড়ায় ১৭ জন, নকশালবাড়িতে ১২ জন, ফাঁসিদেওয়ায় ৪ জন, খড়িবাড়িতে ৫ জন, দার্জিলিং পুরসভা এলাকায় ২ জন, কার্সিয়াং পুরসভা এলাকায় ৫ জন, সুকনায় ৫ জন, মিরিকে ৪ জন, সুখিয়াপোখরিতে একজন সংক্রামিত হয়েছেন। এদিনই করোনামুক্ত হয়ে ৭০ জন ছুটি পেয়েছেন বলে দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক এস পন্নমবলম জানিয়েছেন।

সংক্রামিতদের মধ্যে জলপাইগুড়ি শহরে রয়েছেন ১২ জন। সংক্রামিতরা ৩, ১২, ২০, ২৩ এবং ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। ধূপগুড়ি পুর এলাকায় ৪ জন সংক্রামিত হয়েছেন। সংক্রামিতরা ৭, ৮ এবং ১২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। মাল ব্লকে ৫ জন সংক্রামিত হয়েছেন, ময়নাগুড়িতে ১০ জন সংক্রামিত হয়েছেন।

পঞ্চায়েতের ৭ রাস্তা

প্রথম পাতার পর

বিষয়টি জানতে পেরে পুরসভার সঙ্গে জড়িতরা প্রথমে খুব আনন্দিত হলেও তালিকায় রাস্তার বিরবণ দেখে তাঁরা রীতিমতো চমকে যান। তালিকায় বাবুপাড়া, বয়েলখানা, তরুণ দল ও পরেশ মিত্র কলোনির মুজিবগড় মিলিয়ে তিনটি রাস্তার উল্লেখ থাকলেও পুরসভার অন্তর্গত হিসাবে বাকি যে সাতটি রাস্তার উল্লেখ রয়েছে সেগুলি আদপে জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন পাহাড়পুর, অরবিন্দ ও খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত। কী করে ঘটনাটি ঘটল তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছে। জলপাইগুড়ি পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল তথা এআইসিসি'র সদস্য নির্মল ঘোষদস্তিদার বলেন, 'জলপাইগুড়ি পুরসভার ১০টি রাস্তা পথশ্রী প্রকল্পের আওতায় এসেছে বলে সরকারি তথ্যে জানানো হচ্ছে। অথচ বাস্তবে পুরসভার মাত্র তিনটি রাস্তা এই প্রকল্পের আওতায় এসেছে। সঠিক তথ্য না জেনে কীভাবে এই তালিকা তৈরি করা হল তা পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন।'

চাল বস্তায় ভরে পাচার

প্রথম পাতার পর

ভরতে হবে সেই বস্তা কারবারিদের কাছে সরবরাহ করে ওই ব্যবসায়ীরাই। যারা বস্তা বদলের কাজ করে তাদের কাছে বস্তা সেলাইয়ের অত্যাধুনিক হাত মেশিন আছে। সেই মেশিন দিয়ে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই বস্তার মুখ সেলাই করা যায়। পুলিশ সূত্রে খবর, মাসখানেক আগে চুরির চাল সহ দুটি লরি আটক করেছিল শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের দুর্নীতিদমন শাখা। তবে শেষ পর্যন্ত ওই ঘটনায় কী পদক্ষেপ করা হয়েছে তা অবশ্য রহস্যময়। পুলিশের একাংশ বলছে, আটক করা লরি দুটি কয়েকদিন ধরে শিলিগুড়ি থানার সামনে রাখা ছিল। যদিও ওই বিষয়ে কিছুই বলতে চাননি পুলিশের কোনও আধিকারিক। চাল চুরি নিয়ে এফসিআইয়ের কোনও আধিকারিক মন্তব্য করতে রাজি হননি। শিলিগুড়ি পুলিশের ডিসিপি (পূর্ব) জয় টুডু বলেন, 'বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখা হবে।'

উত্তেজনা ঠেকাতে এনজেপিতে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। – সূত্রধর

সংঘর্ষে উত্তপ্ত এনজেপি

প্রথম পাতার পর

এরপরেই নতুন করে তৃণমূল কর্মীরা কার্যালয়টিতে ফেরেন। রঞ্জনবাবু বলেন, 'উত্তরপ্রদেশ, বিহার থেকে গুন্ডা নিয়ে এসে হামলা চালানো হচ্ছে। এসব কিছুতেই বরদাস্ত করা হবে না।' তৃণমূলের পায়ের তলার মাটি সরে যাওয়ায় রাজ্যের শাসকদল সন্ত্রাসের আশ্রয় নিচ্ছে বলে বিজেপি নেতা ধর্মরাজ রায় পালটা অভিযোগ করেন। এদিকে, ঘটনার জেরে দুপুরেই বন্ধ হয়ে যায় এলাকার সমস্ত হোটেল-দোকান। সন্ধ্যায় মন্ত্রী মিছিল করার পর দুই-একটি খুললেও অধিকাংশ বন্ধ ছিল। গোটা এলাকা থমথম করছে। পরিস্থিতি যাতে নতুন করে অশান্ত না হয়ে ওঠে তার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের এক আধিকারিক।

রাজগঞ্জে সক্রিয় জমি মাফিয়ারা

ব্লক ভূমি দপ্তরে প্রতারিতদের বিক্ষোভ

রাজগঞ্জ, ১৬ অক্টোবর : রাজগঞ্জের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের (বিএলএলআরও) কয়েকজন আধিকারিকের সঙ্গে যোগসাজশ করে অন্যের জমি হাতিয়ে নিচ্ছে জমি মাফিয়ারা। শুক্রবার এই অভিযোগ তুলে বিএলএলআরও অফিসে বিক্ষোভ দেখান কয়েকজন জমির মালিক। এদিন বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে একই অভিযোগ তুলেছেন তৃণমূল পরিচালিত ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দিলীপ রায় এবং রাজগঞ্জের এসইউসিআই নেতা নাসিরুদ্দিন আহমেদ। বিএলএলআরও অফিসের কয়েকজন আধিকারিক ও জমি মাফিয়া মিলে একটি চক্র চালাচ্ছে বলে তাঁদের অভিযোগ। বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন বিএলএলআরও রূপকচন্দ্র ভাওয়াল। তিনি বলেন, জমির প্রতারণা নিয়ে কেউ নির্দিষ্টভাবে অভিযোগ জানালে খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যদি ঘটনার সঙ্গে আমার অফিসের কেউ জড়িত থাকে তাহলে বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে।

জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ ব্লকে সরকারি খাসজমির পাশাপাশি ব্যক্তি মালিকানার জমি হাতিয়ে নেওয়ার একটি চক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে। দীর্ঘদিন ধরে ওই কাণ্ড চলছে বলে অভিযোগ। এদিন প্রতারিত কয়েকজন জমির মালিক বিএলএলআরও অফিসে ক্ষোভে ফেটে পড়েন। পানিকৌরি গ্রাম পঞ্চায়েতের চান্দারবাড়ির তিরেস রায় বলেন, 'জমি মাফিয়াচক্র আমাদের এক একর ৮৭ ডেসিমেল জমি নকল নথি তৈরি করে অন্যের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। ঘটনাটি বিএলএলআরও-কে জানানোর পর বিষয়টি দপ্তর থেকেই ভুল হয়েছে বুঝতে পেরে আমাকে জমি ফেরত দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।' ওই একই এলাকার বাসিন্দা সুভাষ রায় নামে এক ব্যক্তি বলেন, 'গত জানুয়ারি মাসে ব্লকের কৃষি দপ্তরে কিষান ক্রেডিট কার্ড করতে গিয়ে বুঝতে পারি আমার সওয়া দুই বিঘা জমি কে বা কারা বিক্রি করে দেওয়ার পাশাপাশি খতিয়ান থেকে জমি কেটে নিয়েছে। সেই জমি দখল নেওয়ার চেষ্টা করছে। জমি ফেরত পাওয়ার জন্য বিএলএলআরও অফিসে দৌড়ঝাঁপ করে যাচ্ছি। কিন্তু দপ্তর থেকে এখনও আশার বাণী শোনাতে পারেনি।' অনন্ত রায় নামে এক ব্যক্তি বলেন, 'আমার জমি অন্যের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে মাফিয়াচক্র। বিএলএলআরও অফিসের দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজের পাশাপাশি জমি মাফিয়াদের সঙ্গে দপ্তরের কয়েকজন কর্মীর যোগসাজশ রয়েছে। এদিন বিএলএলআরও অফিসে দাঁড়িয়ে এসইউসিআই নেতা নাসিরুদ্দিন আহমেদ বলেন, 'আমি একজন চাষি। অনেক চেষ্টা করেও কিষান ক্রেডিট কার্ড পাইনি। জমিটি আমার বাবার নামে রয়েছে। উত্তরাধিকার সূত্রে আমি জমির মালিক। অথচ আমার নামে এলআর রেকর্ড দেওয়া হচ্ছে না। কিন্তু একজনের খতিয়ানভুক্ত জমি এই অফিস থেকে অন্যের নামে রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে। এছাড়া কোনও মানুষের জমি নিজের নামে রেকর্ড করাতে যত টাকা খরচ করতে হচ্ছে তা প্রায় সেই জমির বিক্রয় মূল্যের সমান। বিরাট চক্র রয়েছে রাজগঞ্জের বিএলএলআরও অফিসে।'

এদিন দিলীপ রায় বলেন, 'আমার এক আত্মীয়ের কয়েক বিঘা জমি অন্যের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে মাফিয়াচক্র। ওই চক্রে বিএলএলআরও অফিসের কোনও আধিকারিক জড়িত না থাকলে এটা সম্ভব নয়। সংশ্লিষ্ট আধিকারিক ভুল স্বীকার করে সংশোধন করে দিতে রাজি হয়েছেন। শুধু এই ঘটনা নয়। জমি নিয়ে ভূরিভূরি অভিযোগ রয়েছে।'

শুক্রবার রাজগঞ্জের বিএলএলআরও অফিসের বাইরে বিক্ষোভকারীরা। ছবি ঃ রণজিৎ বিশ্বাস

পদক্ষেপের আশ্বাস

- রাজগঞ্জ ব্লকে সক্রিয় হয়েছে জমি মাফিয়ারা
- তাদের সঙ্গে ব্লক ভূমি দপ্তরের কর্মীদের একাংশ জড়িত বলে অভিযোগ
- শুক্রবার প্রতারিতরা বিক্ষোভ দেখান
- সেখানে ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ছিলেন
- তাঁর আত্মীয়র জমি হাতিয়ে নিয়েছে দুষ্কৃতীরা
- ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস ব্লক ভূমি আধিকারিকের

সংক্রামিত দিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর : এবার করোনা সংক্রমণের শিকার হলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। শুক্রবার দিলীপবাবুর করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ আসে। এদিনই রাত দশটা নাগাদ তাঁকে সল্টলেকের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা ঠিক থাকলেও দিলীপবাবুর ১০২ জ্বর ও অন্য শারীরিক সমস্যা রয়েছে। তাঁকে হাসপাতালের এইচডিইউতে রাখা হয়েছে। কিছুদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন দিলীপ ঘোষ। সব কর্মসূচিও বাতিল করেছিলেন। করোনার একাধিক উপসর্গ থাকায় নিউটাউনের ফ্ল্যাটেই থাকছিলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত দিলীপবাবু করোনা পরীক্ষা করান, শুক্রবার সেই রিপোর্ট পজিটিভ আসে।

নাকা চেকিং

ধূপগুড়ি, ১৬ অক্টোবর : জলপাইগুড়ি জেলার সীমান্তবর্তী এলাকায় পুলিশ এবং আবগারি দপ্তরের যৌথ নাকা চেকিং বসল। বিহারে বিধানসভার নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় নাকা চেকিং বসানো হয়েছে। ধূপগুড়ি ব্লকের নতুন শালবাড়ি এলাকায়, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলার সীমান্তে নাকা চেকিং বসানো হয়েছে। পুজোর মুখে নিরাপত্তার বিষয়টিকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলার আবগারি সুপার টেন্ডুপ ভুটিয়া বলেন, 'বিহার নির্বাচন নয়, পুজোর মুখে বেআইনি মদের পাচার রুখতেই নাকা চেকিং বসানো হয়েছে।' জলপাইগুড়ি জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) ডেন্ডুপ শেরপা বলেন, 'পুলিশ সতর্ক রয়েছে। পুলিশি টহলদারি বাড়ানো ছাড়াও নিরাপত্তার সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। জেলার বড় বাজারে নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হয়েছে।'

চা বাগানে কালো পতাকা রাজু বিস্টকে

শিলিগুড়ি ব্যুরো

১৬ অক্টোবর : চা বাগানে গিয়ে কালো পতাকা দেখলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। শুক্রবার তরাইয়ের বাগানে গিয়েছিলেন সাংসদ। সঙ্গে ছিলেন আলিপুরদুয়ারের সাংসদ জন বারলা। বিধানসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে চা শ্রমিকদের কাছে টানতে তৎপরতা শুরু করেছে বিজেপি। গেরুয়া শিবিরের এই তৎপরতা বুঝতে পেরে সরকারি প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নে জোর দিল রাজ্যের শাসকদল। তাৎপর্যপূর্ণভাবে, এদিন দুই পক্ষের তৎপরতা দেখা গিয়েছে। এদিন শ্রমিকদের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে শিলিগুড়ির বিবেকানন্দ ভবনে বৈঠক করেন রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক ও পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব। বিজেপির কেন্দ্রীয় মুখপাত্র রাজু বিস্ট বলেন, 'শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার কোনও উদ্যোগ নিচ্ছে না। এমনকি নানান ভাতা থেকে বঞ্চিত শ্রমিকরা। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার শ্রমিক কল্যাণে নতুন শ্রম আইন কার্যকর করছে।' গৌতমবাবু বলেন, 'শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকার বন্ধ বাগানের শ্রমিকদের জন্যও নানান সুযোগসুবিধা দিচ্ছে। তাঁদের যাতে আরও বেশি করে সুযোগসুবিধা দেওয়া যায়, তার জন্য আমরা বিভিন্ন জায়গায় শিবির করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

ডুয়ার্স তো বটেই, শিলিগুড়ি মহকুমার দুটি বিধানসভা কেন্দ্রে কার্যত নির্বাচনে নির্ণায়ক ভূমিকা নিতে সক্ষম চা শ্রমিকরা। তাই এদিন দিনভর তরাইয়ের বিভিন্ন চা বাগানে চক্কর কাটলেন আলিপুরদুয়ারের সাংসদ জন বারলা ও দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। এদিন দুই সাংসদ বিজেপি নেতাদের সঙ্গে নিয়ে সকাল ৮টা নাগাদ বাগডোগরার অদূরে এমএম তরাই গ্রামে যান। সেখানে তাঁরা চায়ে পে চর্চায় মিলিত হন। এরপর ত্রিহানা চা বাগানের সামনে সাংসদের কনভয় পৌঁছাতেই বুথ সভাপতি সুশীল ওরাওঁয়ের নেতৃত্বে তৃণমূলের কর্মীরা সাংসদের উদ্দেশে 'গো ব্যাক স্লোগান' দিয়ে কালো পতাকা দেখান। পুলিশ উপস্থিত থাকলেও কাউকে বাধা দিতে দেখা যায়নি। সাময়িক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। তবে তাঁরা বাগানে পৌঁছে চা শ্রমিকদের সঙ্গে মিলিত হন এবং তাঁদের সমস্যার কথা শোনেন। বেলগাছি চা বাগানে যেতে রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে থাকা শ্রমিকরা গো ব্যাক স্লোগান দিয়ে কালো পতাকা দেখান। রাজুবাবু বলেন, 'তৃণমূল টাকা দিয়ে কিছু যুবককে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে একাজ করিয়েছে।' কেন্দ্রীয় সরকার শ্রমিকদের জন্য কী করেছে, তা তিনি বিভিন্ন বাগান ঘুরে প্রচার করেন জন বারলাকে নিয়ে। তাঁরা যান মারাপুর, মানঝা, জাবরা সহ একাধিক চা বাগানে।

তৃণমূলের চা বাগান মজদুর ইউনিয়নের তরাই অঞ্চলের সাধারণ সম্পাদক নির্জল দে বলেন, 'সাংসদরা এদিন শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি হিসেবে ৩৫০ টাকা দেওয়া হবে বলে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।' এদিন চা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি সহ বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দেন জন বারলা।

জোর টক্কর

- শুক্রবার তরাইয়ের একাধিক বাগানে যান বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্ট ও জন বারলা
- ত্রিহানা চা বাগানের সামনে সাংসদের উদ্দেশ্যে কালো পতাকা দেখায় তৃণমূল
- এদিন শ্রমিকদের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে বৈঠক করেন রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক ও পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব

হিসেব নেওয়ার নির্দেশ

প্রথম পাতার পর

শুক্রবার শুনানি চলাকালীন বিচারপতি সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বাম জমানা এমনকি, বর্তমান শাসনকালে রাজ্যে আমলাতন্ত্রের মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া হয়েছে। আমলারা যদি দক্ষ হতেন, তাহলে এই ধরনের সমস্যার সমাধান পাওয়া যেত।' জনগণের করের টাকায় রাজ্য সরকার ক্লাবগুলিকে পুজোর জন্য অনুদান দিতে পারে কিনা, আদালতে এই প্রশ্ন তোলা হয়েছিল। সরকারি আইনজীবী মাস্ক, স্যানিটাইজারের খরচের জন্য অনুদান দেওয়ার কথা বলায় বিচারপতিরা মন্তব্য করেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণায় এর কোনও আভাস ছিল না। তাঁর বক্তব্য থেকে মনে হয়, এবছর কোভিডের জন্য ক্লাবগুলির আর্থিক অবস্থা খারাপ। তাই পুজোর জন্য সাহায্য বাবদ এই টাকা দেওয়া হয়েছে।' বিচারপতিরা বলেন, 'ক্লাবগুলিকে দেওয়া টাকার বিস্তারিত হিসেব রাখা প্রয়োজন। মহকুমা শাসকদের এই দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। লক্ষ্মীপুজোর পর আবারও এই মামলার শুনানি এবং চূড়ান্ত রায়দান হবে।' মামলাকারীদের আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী যেকথা বলে অনুদান দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে বিজ্ঞপ্তির ভাষা মিলছে না বলে আদালত স্পষ্ট ভাষায় ক্ষোভপ্রকাশ করে। এটা আসলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের চেষ্টা।'

বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন, 'দানছত্র খুলে কুযুক্তি দিচ্ছে সরকার। কোনও ক্লাবে ৫০ হাজার টাকার মাস্ক, স্যানিটাইজার লাগে না। আদালতের কথা মাথায় রেখে রাজনীতির সঙ্গে ধর্মকে মিশিয়ে ভোট পাওয়ার চেষ্টা চলছে।' তৃণমূলের মুখপাত্র তথা সাংসদ সৌগত রায় অবশ্য বলেন, 'বিচারকের প্রশ্ন করার সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে। তবে এতে রাজনীতির কোনও ব্যাপার নেই। পুজো তো কোনও রাজনৈতিক দলের করার কথা নয়। সরকার যদি মনে করে, তাহলে এই অন্তর্বর্তী রায়ের বিরুদ্ধে আবেদন জানাতেই পারে।'

ভাতার দাবি

নকশালবাড়ি, ১৬ অক্টোবর : সামনেই পুজো। অথচ অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি সময় পেরিয়ে গেলেও নকশালবাড়ি ব্লকের সেফ হাউসের কর্মীরা সেপ্টেম্বর মাসের ভাতা পাননি বলে অভিযোগ তুলেছেন। করোনা সংক্রামিতদের খাবারের দায়িত্বে থাকা স্বনির্ভর দলের কর্মীরাও তাঁদের বকেয়া টাকা পাননি বলে অভিযোগ তুলেছেন। উত্তরবঙ্গ সংবাদে ১৩ অক্টোবরের প্রতিবেদনে হাতিঘিসা সেফ হাউস নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। সেই প্রতিবেদনে দার্জিলিং জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক প্রলয় আচার্য জানিয়েছিলেন, কর্মীদের বকেয়া টাকা পাঠানো হয়েছে। যদি কিছু বকেয়া থাকে সেগুলোও দিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু ওই কর্মীদের অভিযোগ, বাস্তবে কোনও বকেয়াই তাঁরা পাননি। বৃহস্পতিবার তাঁরা বিভিন্ন দাবিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে গণস্বাক্ষর সংবলিত আবেদন জানান। ভাতার টাকা না পেলে আন্দোলনের হুমকিও দিয়েছেন তাঁরা। এ বিষয়ে নকশালবাড়ি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক কুন্তল ঘোষ বলেন, 'আমি এই বিষয়গুলি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে একাধিকবার জানিয়েছি।'

গ্রেপ্তার ১৩

ধূপগুড়ি, ১৬ অক্টোবর : ঝাড়আলতা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনায় ১৩ জন বিজেপি সমর্থককে পুলিশ গ্রেপ্তার করল। এর মধ্যে পুলিশ আহত হওয়ায় সুয়োমোটো মামলা ছাড়াও তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগের ভিত্তিতে ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে বিজেপি নেতা-কর্মীদের পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ইতিমধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা ৭০ জন বিজেপি কর্মী-সমর্থকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। সেই ভিত্তিতে রাতেই অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের শুক্রবার আদালতে তোলা হয়েছে। পাশাপাশি, বিজেপির তরফে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এদিকে, এখনও আহত এএসআই সরোজ প্রধান শিলিগুড়ির নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তাঁর চোখে অপারেশন হয়েছে। এদিন গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা ধূপগুড়ি থানার সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। বিজেপির পশ্চিম মণ্ডলের সভাপতি গৌতম সরকার বলেন, ধৃতদের নিঃশর্ত জামিনের জন্যেই থানায় যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু পুলিশ তাঁদের আদালতে পাঠিয়ে দিয়েছে। এদিনই ঝাড়আলতা-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রতিবাদ সভা করেছে তৃণমূল।

ভাইকে স্কুলে পাঠাতে সাইকেলে ফেরিওয়ালা তাপসী

অন্য দুর্গা

ভাস্কর শর্মা • আলিপুরদুয়ার

১৬ অক্টোবর : মা-বাবা হারা একমাত্র ভাইকে আগলে রেখে তিনি এগিয়ে চলেছেন জীবন সংগ্রামে। এ যেন আজকের দিনে দুর্গার এক অসম লড়াই। নানা প্রলোভন, নানা হাতছানিকে দূরে সরিয়ে রেখে ধূপকাঠি ও ইমিটেশনের গয়না ফেরি করে নতুন স্বপ্নের জাল বোনেন রোজ। তাঁর বাহন বলতে ভাঙাচোরা একটি সাইকেল। একাদশ শ্রেণিতে পড়ার সময় জীবনযুদ্ধে থমকে গিয়েছে তাঁর লেখাপড়া। সারা বছর রোদ-বৃষ্টি-শীতকে উপেক্ষা করে দু'বেলা দু'মুঠো ভাতের জোগাড় করতে তিনি ছুটে চলেছেন শহরের অলিগলি থেকে গ্রামের পথে। কোনও কোনওদিন লাভের ভাড়াটা শূন্যই থাকে। আবার কখনও সামান্য আয় হলেই মুখে ফুটে ওঠে হাসি। আলিপুরদুয়ার শহরের জীবন সংগ্রামের আরেক নাম তাপসী দাস। শহরের সুতলিপট্টি এলাকার বাসিন্দা তাপসীদেবীর সংগ্রামের কথা এখন সকলের মুখে মুখে ফেরে।

আলিপুরদুয়ার শহরের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা তাপসীদেবীর ভাই উজ্জ্বল সপ্তম শ্রেণিতে পড়ে। অভাব-অনটন তাঁদের নিত্যসঙ্গী। তাপসীর বাবা যখন যে কাজ পেতেন তাই করতেন। মা বাড়িতেই সংসার সামলাতেন। সংসারে ছোট হলেও অনেক আগে থেকেই পড়াশোনার পাশাপাশি সংসারে সাহায্য করতে হত তাপসীকে। মা বাদাম ভেজে দিতেন। ওই বাদাম ভাজা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে বিক্রি করতেন তিনি। একাদশ শ্রেণিতে পড়ার সময়ে মাথার উপর আকাশ ভেঙে পড়ে। মা সুচিত্রাদেবীর ধরা পড়ে ক্যানসার। নিত্য অভাবের সংসারে মায়ের চিকিৎসা করানোর অর্থও তাঁদের ছিল না। ফলে প্রায় বিনা চিকিৎসায় ২০১৫ সালে সুচিত্রাদেবীর মৃত্যু হয়। মা-হারা দুই সন্তানকে নিয়ে বাবাও বেকায়দায় পড়েন। তখন থেকেই সংসারের হাল ধরতে হয়। ২০১৮ সালে ফের ঘটে অঘটন। বাবা শ্রীরূপ দাসের মৃত্যু হয়। জীবন সংগ্রামে হেরে যাওয়ার পাত্রী নন তাপসী। ছোট ভাইকে মানুষ করতে ফের লড়াই শুরু হয় তাঁর। প্রতিদিন এই সাইকেল নিয়েই তিনি পাড়ি দেন ৩০ থেকে ৫০ কিমি পথ। ওই সাইকেলের দু'পাশেই ঝোলানো থাকে ব্যাগ। ব্যাগের ভিতর থাকে ধূপকাঠির বাক্স। সেইসঙ্গে আছে নানা ধরনের সাজগোজের উপকরণ।

শুক্রবার আলিপুরদুয়ার শহরে ধূপকাঠি বিক্রি করতে করতেই নিজের জীবন সংগ্রামের কাহিনী জানিয়েছেন। তাপসী বলেন, 'অভাব-অনটন ছোট থেকেই দেখেছি। মা-বাবা হারানোর পর তা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাই কিছু না ভেবে সাইকেল নিয়ে ঘুরে ঘুরে ধূপকাঠি ও নকল গয়না বিক্রি করতে শুরু করি। চার বছর ধরে একাজ করছি।'

এখন নিজের ব্যবসাকে আরও বাড়াতে স্বপ্ন দেখছেন তাপসী। তবে সরকারি ঋণের কথা তিনি ভাবেন না। কারণ ঋণ নিয়ে শোধ দিতে না পারলে বোঝা আরও বাড়বে। আবার ভাইকে মানুষ করতে হলে চাই আরও অর্থ। ব্যবসা না বাড়াতে পারলে অর্থও বাড়বে না। তাই সেই স্বপ্নেই নিজের সাইকেলে উঠে ফের শহরের অন্য গলিতে ধূপকাঠি বিক্রি করতে রওনা দেন তাপসী।

সাইকেলে চেপে গয়না ফেরি করছেন তাপসী। –সংবাদচিত্র